ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী_ ৩

জসিম মল্লিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৬.
ফোন রেখে দিল। বজলু জানে লিজা আসবে না। তাও রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকলো। বুকের মধ্যে ড্রাম পেটানোর শব্দ হচ্ছে। যদি আসে! তাহলে!! বজলু বারান্দার দরজাটা একটু ফাঁক করে অপেক্ষায় থাকলো। দেখলো সত্যি আসছে একটি মানুষ। সতর্ক পায়ে। যেনো কেউ না দেখে ফেলে। দরজার কাছে আসতেই টান দিয়ে মেয়েটিকে ভিতরে নিয়ে এলো। মেয়েটি ভয়ে কাঁপছে।
বজলুর রুম অন্ধকার। মেয়েটি সম্ভবত রাতের পোশাক পড়ে আছে। পাতলা নাইটি টাইপ কিছু হবে। বজলু একটা এডিডাসের ট্রাউজার আর টী শার্ট পড়েছে। মেয়েটি অসহায়ের মতো নিজেকে বজলুর বুকের মধ্যে সপে দিল। বজলু তেমন দ্বিধা না করেই মেয়েটির মুখটা তুলে ধরে চুমু খেলো। মেয়েটির নরম অথচ দৃঢ় বক্ষ সেটে আছে বজলুর বুকে। চুমু আরো গভীর করলো বজলু। মেয়েটির বুক চলে এলো হাতের নাগালে। স্পষ্ট টের পাচ্ছে নিপ্লের ছোঁয়া। হঠাৎই যেনো মেয়েটি বুঝতে পারলো কিছু একটা ভুল হয়েছে। বজলুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।
আমার ভয় করছে।
কম্পিত গলায় বজলু বলল, কিছু ভয় নেই। কেউ কিছু দেখবে না।
না আমার ভয় করছে। আমি যাই। মেয়েটি চলে গেলো।

একটার দিকে চাঁদপুর এলো স্টীমার। বজলুর আর ঘুম আসবে বলে মনে হয় না। তাজিনরা নিশ্চয়ই নেমে গেছে। ওদের জন্য আর বের হতে ইচ্ছে করলো না। লিজা মেয়েটি কি অদ্ভুত। মেয়েরা বড় অদ্ভুত প্রানী। এলো। আবার চলে গেলো। এক ঘন্টা পর স্টীমার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। আর চার ঘন্টা সময় আছে মাত্র হাতে। স্টীমার যখন মেঘনায় পড়লো তখন বজলু লিজাকে ফোন দিল।
চলে গেলে যে! বজলু তুমি করে বলছে।
ভয় করছিল যে!
কিছু ভয় নেই।
কেউ দেখে ফেললে কি হবে বলেন!
কিছু হবে না। তুমি আসো।

না।
আমি বলছি আসো।
আপনার অনেক সাহস।
আমি তোমার অপেক্ষায় আছি।
সত্যি সত্যি লিজা আবারও এলো। সর্ন্তপনে। বজলু এবার সবধরনের প্রস্তুতি নিয়েই ছিল। বজলুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে গভীর চুমু দিয়ে বলল, তুমি কি বলোতো!
কী!
তোমা মধ্যে কী আছে!
কিছু নাইতো!
তুমি কী করেছো আমার!
লিজাকে শুইয়ে দিল খাটে। কোনো প্রতিরোধ নেই। ওর বুকের উপরে উঠে চুমু খেতে থাকলো কপালে, গালে, ঠোঁটে, গলায় , বুকে সর্বত্র। লিজা পুরোপুরি আত্মসমর্পনের জন্য প্রস্তুত। সাড়া দিচ্ছে। আবার কি যে হলো আবার মেয়টির। সে বিজলুকে ধাক্কা মেরে উঠে চলো গেলো। বজলু বোকা হয়ে গেলো।
সে রাতে আর কিছু ঘটলো না। খুব সকালে নেমে যাবার আগে লিজা আবার আসলো বজলুর রুমে। মুখে অপরাধী ভাব।
আই'ম সরি।
ইটস ওকে।
বজলুকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়ে চলে গেলো। বলল, ফোন করবে কিন্তু। তোমার সাথে সন্ধ্যায় দেখা হবে। ঘুরবো তোমার সাথে। ভালো থেকো সোনা।
লিজাকে ফোন করেছিল বজলু। অনেকবার। লিজা ধরেনি ফোন। কখনও। লিজার অনেক কিছুই অজানা থেকে গেলো। মানুষ কত বদলে গেছে।
৭.
বজলু আর এলিন মার্টিন স্টীমারের সামনে খোলা ডেকে বসে গল্প করছিল। পরশুদিনের কথা। যেদিন বজলু বরিশাল যাচ্ছিল। স্টীমার তখনও ছাড়েনি। মেয়েটি একা একা বসেছিল। বুড়িগঙ্গার পচা পানির গন্ধ পেটের মধ্যে সব গুলিয়ে দিচ্ছিল। বজলু ভাবল একটু খাতির জমানো যাক। একটি সুন্দর মেয়ে একাকী বসে আছে ! যদিও বজলু জানে ইউরোপীয়ানরা জীবন যুদ্ধে লড়তে লড়তে নিঃসঙ্গ জীবনকেই বেশী পছন্দ করে। দিনের পর দিন একাকী থেকে এদের অভ্যাস। এই মেয়েটি যে ইউরোপিয়ান তা মোটামুটি নিশ্চিত। মুখের গড়ন দেখে বোঝা যায়। তাছাড়া বজলু দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকায় থাকে। মাল্টিকালচারের দেশ আমেরিকা। ঘুরেছে অনেক দেশ।
বজলু কাছে গিয়ে বলল, হাই।
মেয়েটি হেসে বলল, হাই।

মনে হয় মেয়েটি একজন কথা বলার লোক পেয়ে হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। সাদা মানুষ দেখলে আমাদের দেশের মানুষরা এখনও একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলে। কেনো কে জানে। হতে পারে সেটা ভাষার সমস্যা। সেটা দুপক্ষেরই অবশ্য।

মেয়েটির পোষাক বেশ রাখঢাক। মনে হয় কেউ বলে দিয়েছে বেশী খোলামেলা হওয়া যাবে না। আসলে কথাটা ঠিক না। সুন্দর দেখতে মেয়েটি। দারুন স্বাস্থ্যবান। বয়স আন্দাজ করতে পারছে না বজলু। বজলু কখনও মেয়েদের বয়স ঠিকমত আন্দাজ করতে পারে না। যদিও বয়স নিয়ে বজলুর একটুও মাথাব্যথা নেই। তাছাড়া মেয়েদের বয়স জানতে চাওয়াও শোভন না। এই মেয়েটির আটাশ উনত্রিশ হবে।

বজলু দেখল মেয়েটির পাশের তিনটি চেয়ারই খালি। বসে পড়ল একদম পাশের চেয়ারটায়।

তোমার দেশ কোথায়!

ফ্র্যান্স।

বজলু যা ভেবেছিল তাই ঠিক। ইউরোপিয়ান।

ফ্র্যান্সের কোথায় থাক তুমি!

প্যারিস।

প্যারিস! ওয়াও! আমার খুব পছন্দের জায়গা।

তাই!

আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি ওখানে।

তুমি এখানে কোথায় থাক!

আমি আসলে নিউইয়র্ক থাকি তবে প্রায়ই আসি।

আমি বজলু, বজলুর রহমান। বলে হাত বাড়ালো। মেয়েটিও হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি মার্টিন। এলিন মার্টিন।

নাইস টু মিট ইউ মার্টিন।

নাইস টু মিট ইউ রমান।

মার্টিনের হাতটা বেশ সফট। কিছুক্ষন ধরে থাকল বজলু।

মার্টিন যাচ্ছে পটুয়াখালীর কলাপাড়া। সে এসেছে সিডরের ব্যাপারে। ফরাসীর একটা এনজিওতে কাজ করে। ওদের এনজিওর কাজ হচ্ছে পুর্নবাসন। পৃথিবীর বিভিন্ন গরীব দেশগুলোতে কাজ করার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। বিশেষকরে আফ্রিকার দেশগুলোতে। এইজন্যই মার্টিনের ইংরেজী বেশ ভাল। না হলে ফরাসীদের ইংরেজী অতি জঘন্ন। প্রায়োজন না হলে বলতেও চায় না। কথায় কথায় মার্টিনের কেবিন নম্বরটাও জেনে নিল।

জানো মার্টিন প্যারিস শহরটা আমার অসাধারণ লাগে। আমি অনেক বড় বড় শহর ঘুরেছি কিন্তু প্যারিস সত্যি অনন্য। কী একটা যেনো আছে এই শহরাটায়। মানুষজনও খুউব ভাল। ফ্রেন্ডলি।

থ্যাঙ্কস রমান।

তোমার কেমন লাগছে এখানে!
ভালই।
বজলু জানে কোনো বিদেশী অন্য দেশে গিয়ে সে দেশের খারাপ বলবে না।
সুন্দর না আমদের দেশটা! মানুষজন কত ভাল। কত অল্পতে খুশী তারা।
এটা তুমি ঠিক বলেছো। সিডরে সব খুইয়েও মানুষ লড়াই করছে উঠে দাঁড়ানোর জন্য। এটা আমাকে মুগ্ধ করেছে।
আমাদের দেশের মানুষেরা প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকে। বাই দ্য ওয়ে, চা কফি কিছু খাবে!
মার্টিন অমায়িক হেসে প্রত্যাখ্যান করল। বজলু তাতে গা করল না। এটা ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার লোকদের স্বভাব।
মার্টিন মেয়েটা সত্যি সুন্দর। কী অসাধারণ। ইউরোপীয়দের চেহারায় একধরণের রুক্ষতা থাকে, মার্টিনের তা নেই। মার্টনকে খুউব মনে ধরেছে বজলুর।
বজলু যখন গল্পে মজে গেছে তখনই রানু এসে ডাকাডাকি শুরু করলো। মার্টিন কি ভাবল কে জানে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলো। নাইস টকিং ইউ।
টক টু ও লেটার, বলল বজলু।
রানুর উপর মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। এর আগেই অবশ্য কার্ড দেয়া নেয়া হয়েছে। বজলু নিশ্চিত জানে মার্টিনকে ই-মেইল করলে মার্টিন রিপ্লাই দেবেনা। বজলু ঠিকই ই-মেইল করেছিল। রিপ্লাই পায়নি। সেদিন মার্টিন স্টীমারে একাকী ছিল। কিন্তু আর দেখা হয়নি। আর কখনও দেখা হবে না। (চলবে)

জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক
Toronto
jasim.mallik@gmail.com